রাজার ছেলে কবিরাজ

শফীউদ্দীন সরদার

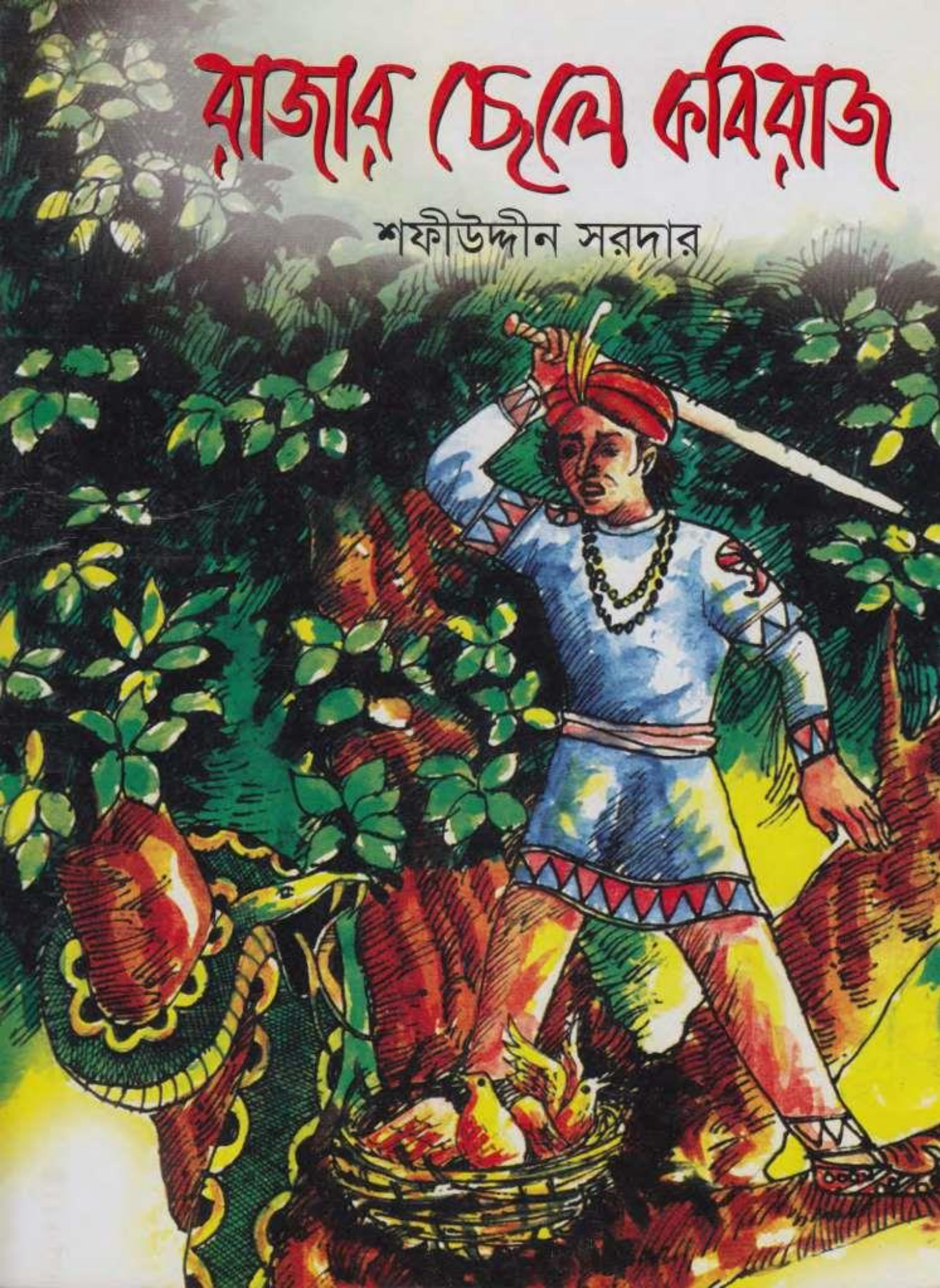

রাজার ছেলে কবিরাজ

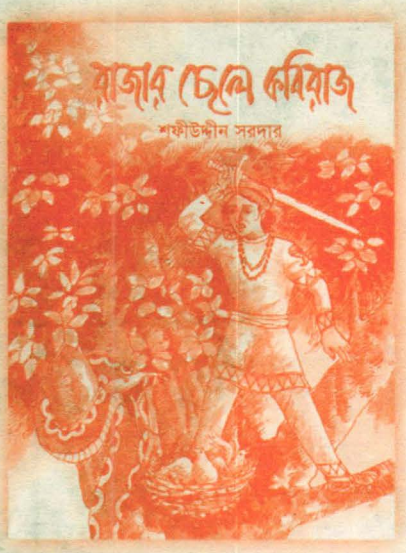

শফীউদ্দীন সরদার

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ৩৭৩ (শিশু-৭)

১ম প্রকাশ
একুশে বই মেলা ২০০৬

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২৬.০০ টাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ রোমেল

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

রাজার ছেলে কবিরাজ

অনেক দিন আগের কথা। আলীনগর নামে একটা রাজ্য ছিল সে সময়। বিশাল সে রাজ্য। লাখ লাখ প্রজা। আলী নগরের সুলতান ইউনুছ আলীও ছিলেন একজন ডাকসাইটে সুলতান। অঢেল তাঁর ধন-দৌলত। অনেক অনেক সেনা সৈন্য। সুলতান নিজেও ছিলেন একজন মস্তবড় বীর। কিন্তু বীর হলেও তিনি অমানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন দয়ালু ও ধার্মিক। প্রজাদের খুবই ভাল বাসতেন। ছোট বড় সবাইকে আপন মনে করতেন। সেই জন্যে দেশ-বিদেশের সকলেই তাঁকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসতো। আশেপাশে তার কোনো দুশমন ছিল না। বড়ই সুখী ছিলেন তিনি।

এক বেগম, মানে এক বউ আর এক ছেলে নিয়ে সুলতানের সংসার। সুলতানের বেগমটিও ছিলেন খুবই ধার্মিক। দাসদাসী কারো মনে কোনো দুঃখ দিতেন না। ছেলেটার নাম শাহজাদা ইউসুফ আলী। বয়স অল্প। বাপ মায়ের মতো শাহজাদাও খুব সৎ ছেলে। তার উপর ছেলেটা ছিল ভীষণ মেধাবী। জব্বোর তার মাথার তেজ। যা দেখে আর যা শুনে সংগে সংগে তা শিখে ফেলে। সুলতানও সারাদেশ খুঁজে খুঁজে দুজন সবচেয়ে সেরা শিক্ষক এনেছিলেন ছেলের শিক্ষার জন্যে। একজন শাহজাদা ইউসুফকে লেখাপড়া শেখাতো আর একজন শেখাতো যুদ্ধবিদ্যা। শাহজাদার বয়স যখন মাত্র পনের বছর, তখনই তার সব শিক্ষা সারা। সেই বয়সেই সে লেখাপড়া আর যুদ্ধ বিদ্যায় এমনই পাকা হয়ে গেল যে, তা দেখে তার শিক্ষকেরা অবাক! লেখাপড়া শেখানোর শিক্ষক এসে সুলতানকে বললেন—হুজুর, আমার বিদ্যা শেষ। ছেলে আপনার এরই মধ্যে এতবড় বিদ্বান হয়ে উঠেছে যে, তার বিদ্যার কাছে এখন আমার বিদ্যা তুচ্ছ।

যুদ্ধ শেখানোর উস্তাদ এসেও ঐ একই কথা বললেন। তিনিও বললেন—হুজুর, আমার উস্তাদী খতম। এ বয়সেই ছেলে আপনার এতবড় বীর হয়ে উঠেছে যে, তার সামনে এখন আমি শিশু। তীর চালানোই বলুন, আর তলোয়ার চালানোই বলুন, তার সমান বীর এখন আশে পাশের কোনো রাজ্যেই আর নেই।

শুনে ইউসুফ আলীর আব্বা-আম্মার সেকি আনন্দ।

ছেলেকে তাঁরা বার বার বুকে পিঠে নিতে লাগলেন। আদর সোহাগ করতে লাগলেন। আব্বার চেয়ে ইউসুফ আলীর আম্মা ইউসুফ আলীকে আরো বেশী ভালবাসতেন। তিনি তো কয়েকরাত ঘুমই পাড়লেন না। শুধুই ছেলেকে আদর করে কাটালেন।

এরপর সুলতান একদিন তাঁর বেগমকে বললেন—ইউসুফকে আমি আরো বড় বীর বানাতে চাই। আরবদেশ মস্ত মস্ত বীরের দেশ। সেখানে গিয়ে সে আরো বেশী করে যুদ্ধ বিদ্যা শিখে আসুক এ আমার ইচ্ছা। আপনি কি বলেন ?

www.pathagar.com

শুনে বেগম খুশী হয়ে বললেন—সেতো খুবই ভালকথা। ছেলে আমাদের সব চেয়ে বড় বীর হোক, আমিও তো তাই চাই। ব্যস! কথা পাকা হয়ে গেল। ছেলেও মহানন্দে আরব দেশে যাওয়ার জন্যে তৈয়ার হতে লাগলো।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। এই সময় ইউসুফ আলীর আম্মা ভীষণ অসুখে পড়ে গেলেন। এতবড় অসুখ যে, তিনি আর বাঁচেন না! কখন বুঝি প্রাণটা তার বেরিয়ে যায়! দেশ-বিদেশ থেকে অনেক বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ আনা হলো। সবাই মিলে দিনরাত চিকিৎসা করতে লাগলেন। দাস দাসী নিয়ে ইউসুফ আলীও নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে মায়ের সেবায় লেগে গেল। এমন সেবা যে, তার আর তুলনা হয় না।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। শুধু সেবা করেই কি রোগ সারানো যায়? রোগটা চেনা চাই। রুগীর পেটে সেই রোগের ওষুধ যাওয়া চাই। কিন্তু ডাক্তার-কবিরাজ কেউই রোগটা চিনতেও পারলোনা, ঠিক মতো ওষুধ দিতেও পারলো না। তাহলে কি আর রুগী বাঁচে? ইউসুফ আলীর আম্মাও তাই বাঁচলেন না। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন!।

আম্মা মারা যাওয়ায় ইউসুফ আলী একদম বোবা হয়ে গেল। মুখে কোনো কথা নেই। কোনো কিছু খাওয়াও নেই, ঘুমও নেই। দিনরাত শুধুই চোখের পানি ফেলে। বেগম মারা যাওয়ায় সুলতানও খুব দুঃখ পেলেন। তবে তাঁর দুঃখ দিনে দিনে কমে এলো। কিন্তু ছেলের দুঃখ আর কমেনা। তা দেখে সুলতান একদিন ছেলেকে বললেন—তাহলে কি আরবদেশে তুমি আর যেতে চাওনা, বাপজান?

www.pathagar.com

চোখের পানি মুছে ইউসুফ আলী বললো—যাবো আব্বা। দুই চার দিনের মধ্যেই রওয়ানা হবো আমি। তবে যুদ্ধ শিখতে নয়।

সুলতান তাজ্জব হয়ে বললেন—তাহলে ? ইউসুফ আলী বললো—আরবদেশে যাবো আমি ডাকতারী পড়তে। ডাক্তারী বিদ্যার জন্যেও আরবদেশ আরো বেশী নামকরা দেশ। দুনিয়ার সব চাইতে বড় বড় ডাক্তার আছে সেখানে।

সুলতান বললেন—কেন বাপজান, ডাক্তারী কেন ?

ইউসুফ আলী বললো—দেশে ভালো ডাক্তার-কবিরাজ না থাকায় আমার আম্মা মারা গেলেন। যুদ্ধ শিখে কি করবো আব্বাজান ? মানুষ মারার চেয়ে মানুষ বাঁচানো অনেক বড় কাজ। তাই আমি ডাক্তারী পড়তে যাবো।

সুলতান খুশী হয়ে বললেন—সাব্বাস বেটা। খুব সুন্দর কথা বলেছো। যাও বেটা। আমি দোআ করি, তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ডাক্তার আর বড় কবিরাজ হও।

যে কথা সেই কাজ। কয়েকদিন পরেই শাহজাদা ইউসুফ আরবদেশে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

এরপর কেটে গেল আট-নয়টি বছর। এই আট নয় বছর ধরে ইউসুফ আলী গভীর মনোযোগ দিয়ে ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা করতে লাগলো। এমন মনোযোগ যে, তা দেখে আরবের সব ডাক্তার তাজ্জব। এ মনোযোগের জন্যেই সে সবচেয়ে বড় ডাক্তার হয়ে গেল। অন্য ডাক্তারেরা একজন এক রোগের চিকিৎসায় পাকা। ইউসুফ আলী এক সাথে সব রোগের চিকিৎসায় দারুন পাকা হয়ে গেল। সেই সাথে কিছু কিছু কবিরাজীও শিখে ফেললো সে। এক নজর দেখেই সে সব রোগ চিনতে পারে। ওষুধও তার জানা। ঠিক মতো ওষুধ দিয়ে এখন সে পলকেই সব রোগ ভালো করতে পারে। তাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো সবাই।

সবচেয়ে বড় ডাক্তার হয়ে শাহজাদা ইউসুফ আলী এবার দেশে ফিরে আসতে লাগলো। কিন্তু কপালটা তার মন্দ। এর মধ্যেই ঘটে গেল আর এক সর্বনাশ!

কিছু দিন আগেই তার আব্বা সুলতান ইউনুছ আলীর ভয়ানক অসুখ হয়েছিল। ভাল ডাক্তার কবিরাজ না পাওয়ায় তিনিও আর বাঁচলেন না। ইউসুফ আলী যখন বাড়ীতে এসে হাজির হলো, তখন সব শেষ। বাড়ীর সবাই কান্না জুড়ে দিয়েছে। এসেই সে শুনলো, আজ সকালেই মারা গেছেন তার আব্বা।

ইউসুফ আলী ছুটে গেল তার মরে যাওয়া বাপের কাছে। পরীক্ষা করে দেখলো, এ রোগ তার চেনা, ওষুধও তার জানা। মরে যাওয়ার একটু আগে যদি বাড়ীতে আসতে পারতো সে, তাহলে সহজেই সে তার আব্বাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারতো। তার ডাক্তারী শেখাটা কোনো কাজেই এলো না দেখে ইউসুফ আলী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো।

www.pathagar.com

আবার কয়েকদিন ইউসুফ আলী চুপচাপ। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, নিদ-ঘুম কিছুই নেই। কেবলই গুম হয়ে বসে থাকে। তা দেখে প্রধান উজির ভাবনায় পড়ে গেলেন। এ উজির সাহেবও খুবই সৎ আর ধার্মিক মানুষ। উজির এসে বললেন—আর দুঃখ করে কি করবেন শাহজাদা ? সুলতান বেঁচে নেই। এখন আপনিই সুলতান। দয়া করে এখন সিংহাসনে বসুন আর দেশ শাসন করুন।

শাহজাদা ইউসুফ আলী বললো—না উজির সাহেব। আমি একজন বড় ডাক্তার। কিছু কিছু কবিরাজীও শিখেছি। এসব আমি নষ্ট হতে দেবোনা। আমার হয়ে আপনিই সিংহাসনে বসুন আর আমাকে বিদায় দিন।

শুনে উজির সাহেব অবাক। বললেন—বিদায় দেবো মানে ?

শাহজাদা বললো—এতবড় ডাক্তার হওয়ার পরেও আমার আব্বা-আম্মার চিকিৎসা করার সুযোগ আমি পেলাম না। এ দুঃখ আমি সহ্য করতে পারছিনে। তাই খুবই গরীব দুঃখীদের চিকিৎসা করে এ দুঃখ আমি ভুলে যেতে চাই। দেশান্তরী হবো আমি। দূর এলাকায় গিয়ে গরীবদের চিকিৎসা করে বেড়াবো। বাড়ীতে আর ফিরবো না। আপনি আমাকে বিদায় দিন।

উজির সাহেব আরো অনেক বুঝালেন। কিন্তু শাহজাদা কোনো কথাই শুনলোনা। উজিরের উপর রাজ্যের ভার দিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো গরীবদের চিকিৎসায়।

বাড়ী ছেড়ে শাহজাদা চলে এলো অনেক অনেক দূরে। শহর নগর ছেড়ে অজ পাড়াগাঁয়ে। সেখানে এসে কয়েক মাস সে গরীবদের চিকিৎসা করে বেড়ালো। এর পরেই পড়ে গেল মস্তবড় অসুবিধায়। সাথে করে নিয়ে আসা সব ওষুধ ফুরিয়ে গেল। পয়সা কড়িও সব ফুরিয়ে গেল তার। তবে পয়সার অভাবে তেমন অসুবিধা হলো না। সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো ওষুধ ফুরিয়ে যাওয়ায়। ডাকতারী করতে যেসব ওষুধ লাগে তা এ দেশে পাওয়া যায় না। বিদেশ থেকে আনতে হয়। এ সুদূর পাড়াগায়ে সেসব ওষুধ সে পাবে কোথায় ?

তাই বাধ্য হয়ে শাহজাদা ডাক্তারী লাইন ছেড়ে দিয়ে কবিরাজী লাইন ধরলো। কবিরাজী করতে বিদেশী ওষুধ লাগেনা। দেশের গাছ-গাছড়া দিয়েই করা যায়। গাছের শিকড়, ছাল, লতা, পাতা—এসবই কবিরাজী লাইনের ওষুধ। এসব দিয়েই শাহজাদা চিকিৎসা চালিয়ে যেতে লাগলো।

কিন্তু চালিয়ে যেতে লাগলে কি হবে ? আবার এক অসুবিধা হলো। শাহজাদা ইউসুফ একজন মস্তবড় ডাক্তার বটে, কিন্তু মস্তবড় কবিরাজ তো নয়। কবিরাজী বিদ্যা তার অল্প। তাই চিকিৎসায় তার ভুল হতে লাগলো। রুগীকে দেখা মাত্রই সে রোগ চিনতে পারে। ডাক্তারী ওষুধও সে জানে। কিন্তু কবিরাজী ওষুধ চিনতে পারে না। কোন্ শিকড় কোন্ লতা কোন্ রোগের ওষুধ—সেটা সে ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারে না। এজন্য তার হাতে এখন বেশী রুগী বাঁচে না। দুজন বাঁচে তো তিনজনই মরে যায়।

www.pathagar.com

এতে তার সুনাম আর থাকলো না। সুনামের চেয়ে বদনামই হতে লাগলো বেশী। লোকজন তাকে আর ডাকে না। তার চিকিৎসা নেয় না। শাহজাদার মনে তাই দুঃখ হলো খুব। কি আর সে করবে ? চিকিৎসা করা রেখে কবিরাজীটা খুব ভাল করে শেখার জন্যে শিক্ষক খুঁজতে লাগলো।

কিন্তু শাহজাদার আশা পূরণ হলো না। ছয়মাস একটানা ঘুরেও ভাল শিক্ষক কোথাও খুঁজে পেলো না। শাহজাদা হতাশ হয়ে গেল। একদিন এক গাছের তলে বসে পড়লো থপ করে। তাকে দিয়ে কোনো কাজই হলো না দেখে সে ভাবতে লাগলো, এ জীবনই সে আর রাখবে না। নিজের আব্বা-আম্মাকেও বাঁচাতে পারলোনা, গরীবদেরও বাঁচাতে পারলো না। ওদিকে আবার সুনামের চেয়ে বদনামই হলো বেশী। কি হবে আর এই জীবন রেখে ? শাহজাদা ভাবছে আর ভাবছে।

এমন সময় তার মাথার উপর দুটি পাখীর ছানা বিকট শব্দে কিচির-মিচির করে উঠলো। চমকে উঠে শাহজাদা উপরের দিকে চেয়েই চমকে উঠলো আবার। দেখলো, তার মাথার উপরেই গাছের ডালে একটা পাখীর বাসা। বাসাতে আছে পাখীর দুটো কচি বাচ্চা। মস্তবড়

এক অজগর সেই বাচ্চা দুটোকে খাওয়ার জন্যে বাসার কাছে গেছে। বাচ্চা দুটোকেই খায় খায় আর কি। তাই বাচ্চা দুটো বাঁচার জন্যে চীৎকার জুড়ে দিয়েছে।

শাহজাদা এটা সহ্য করতে পারলো না। ডাকতার হলেও সে একজন বীর। তলোয়ারটা সাথেই রাখে। লাফ দিয়ে শাহজাদা তখনই গাছে উঠে গেল এবং তলোয়ারের এক ঘায়ে সাপটার

www.pathagar.com

মাথা কেটে ফেললো। মাটিতে পড়ে অজগরটা মরে গেল। শাহজাদাও ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে এলো।

মাটিতে পা দিয়েই গাছের উপর মানুষের কথা শুনে শাহজাদা আবার চমকে উঠে উপরে তাকালো। দেখলো, মানুষ নয়। দুটো পাখী কথা বলছে মানুষের মতো। এ পাখী দুটোই ঐ বাচ্চা দুটোর বাপ মা। তারা বাসায় ফিরে এসেছে এর মধ্যে।

পাখী দুটো বলছে, তোমাকে শত শত ধন্যবাদ শাহজাদা। আমাদের বাচ্চা দুটোকে তুমি বাঁচিয়েছো। আমাদের বড়ই উপকার করেছো তুমি।

শাহজাদা বললো—সেকি! তোমরা তো পাখী। মানুষের মতো কথা বলছো, মানে?

পাখী দুটো বললো—আমরা সাধারণ পাখী নই। আমরা শুক-শারী। আমি শুক আর এ শারী। আমরা বর-বউ। আমরা সবকিছু জানি।

শাহজাদ বললো—সবকিছু জানো?

এবার শুক পাখীটা বললো—হ্যাঁ, জানি। অনেক কিছু করতেও পারি আমরা। তুমি যে কেন এমন মন মরা হয়ে আছো তাও আমরা জানি। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কবিরাজ হতে চাও তুমি। তোমাকে আমরা তাও বানাতে পারি।

শাহজাদা বললো—পারো?

শুক বললো—হ্যাঁ পারি আর তোমাকে তাই আমরা বানাবো। তুমি আমাদের মস্তবড় উপকার করেছো। আমরাও তোমার উপকার করবো। একটু দাঁড়াও—

বলেই শুক পাখীটা উড়ে গিয়ে চোখের পলকেই রংগিন একটা পাতা নিয়ে এলো আর সে পাতাটা শাহজাদার সামনে ফেলে দিয়ে বললো—এ পাতাটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলো। তাহলেই তুমি এ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কবিরাজ হয়ে যাবে। কোন্ লতাপাতা আর কোন্ শিকড়-বাকলা দিয়ে কোন্ রোগ ভাল হবে—সবই তা শিখে ফেলবে। শিকড় বাকলা ছাড়াও, আর কোন্ রোগের কি চিকিৎসা এই দেশে আছে, তাও শিখে ফেলবে।

শাহজাদাকে আর পায় কে? সংগে সংগে পাতাটা সে চিবিয়ে খেয়ে ফেললো। খেয়ে ফেলেই সে বুঝতে পারলো, হ্যাঁ ঠিক। সে সবচেয়ে বড় কবিরাজ হয়ে গেছে। সব রোগের পাশাপাশি সেই রোগের লতাপাতা—শিকড় ছাল তার মনের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। কবিরাজীর সব ওষুধ সে চিনতে পারছে এখন।

শাহজাদার আনন্দ আর দেখে কে? শুক-শারীদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আবার সে বেরিয়ে পড়লো গরীবদের চিকিৎসায়।

এবার সে চলে এলো এক পাহাড়ী এলাকায়। মাটির পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে অনেক গাছ-

www.pathagar.com

গাছড়া আর পাহাড়ের নীচে বাস করে লাখ লাখ মানুষ। সবাই এরা একেবারে কাঙাল দুঃখী মানুষ। তাল পাতার চালা তুলে থাকে আর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে পেটের ভাতটা কোনো মতে যোগাড় করে। কাপড় চোপড় সব ছেঁড়া আর নোংরা।

কবিরাজ ডাকার পয়সা এদের নেই। অসুখ-বিসুখ হলে এরা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।

শাহজাদা ইউসুফ আলীও এসব লোকদেরই পয়সা না নিয়ে চিকিৎসা করতে চায়। তাই সে আর কোথাও গেল না। তালপাতার এ বস্তির পাশেই ছোট্ট একটা ঘর তুলে বসে পড়লো আর শুরু করলো এ বস্তির লোকদের চিকিৎসা করা।

শাহজাদাও আর এখন শাহজাদা নেই। সেও এখন কাঙাল মানুষ। পয়সাকড়ি অনেক আগেই শেষ। কাপড় চোপড়ও ছেঁড়া আর ময়লা। খাবারও ঠিকমতো জোটে না। এখন তাকে দেখলে পাগল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

কিন্তু এমন একজন কবিরাজ হাতের কাছে পেয়ে বস্তির লোকেরা মহা খুশী। যে রুগীকে ওষুধ দেয়, সেই রুগী সংগে সংগে সেরে উঠে। সে জন্যে একটা পয়সাও এ কবিরাজ নেয় না। কবিরাজকে তাই তারা পীরের মতো ভক্তি করে। নিজেদের খাবার থেকে খাবার এনে খাওয়ায়।

কিছুদিন কোনো ঝামেলা ছিল না। এরপরেই শুরু হলো ঝামেলা। একদিন মস্তবড় এক বড়লোকের মেয়ে ঘোড়া নিয়ে হাজির হলো শাহজাদার সামনে। পরনে তার জৌলুশদার পোশাক। মেয়েটির হাতের একটা আঙ্গুল জন্ম থেকেই বাঁকা। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে সেই আঙ্গুলটার অনেক খানি কেটে গেছে। দরদর করে রক্ত পড়ছে আঙ্গুল থেকে। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। তা দেখে তালপাতার এ বস্তির কয়েকজন লোক নিয়ে এসেছে মেয়েটাকে। মেয়েকে তারা বলেছে, মস্তবড় এক কবিরাজ আছে এখানে। মেয়েটাকে এনে তারা বললো—এ সেই কবিরাজ মা জননী।

কিন্তু কবিরাজের দিকে তাকিয়েই মা জননীর মেজাজ একদম বিগড়ে গেল। বললো—কি বললে ? এই লোক কবিরাজ ? এতো একটা পাগল। আমার চিকিৎসা করবে কি ? আরে দূর দূর !

মেয়েটি ফিরে যেতে লাগলো। কিন্তু এ লোকেরা তাকে অনেক অনুরোধ করায় মেয়েটি আবার এগিয়ে এসে শাহজাদাকে বললো—আমি জানি, তুমি পারবে না। তবু এরা যখন বলছে, তখন দেখোতো, আমার আঙ্গুলের এই রক্তটা বন্ধ করতে পারো না কি ?

অবহেলার সাথে মেয়েটি তার আঙ্গুল বাড়িয়ে দিলো। শাহজাদার পাশেই অনেক লতা-পাতা আর শিকড় বাকলা ছিল। সেখান থেকে এক টুকরো লতা নিয়ে শাহজাদা মেয়েটির আঙ্গুলে তা জড়িয়ে দিলো। ব্যস, এর পরেই অবাক কাণ্ড। মেয়েটি তাজ্জব হয়ে দেখলো, রক্ত পড়া তো বন্ধ হয়ে গেলই, সেই সাথে তার বাঁকা আঙ্গুলটাও সোজা হয়ে গেল। আঙ্গুলের সব দোষ শেষ।

মেয়েটি ঘাবড়ে গিয়ে বললো—সে কি! আমার আঙ্গুলটাও ভাল হয়ে গেল নাকি ? কোনো ডাক্তার-কবিরাজই তো একে ভালো করতে পারেনি ?

www.pathagar.com

শাহজাদা বললো—জি হ্যাঁ। আমি সেই ওষুধই দিয়েছি।

মেয়েটি হা করে চেয়ে রইলো। আঙ্গুলটা নেড়ে চেড়ে বললো—কি তাজ্জব কথা ! তাইতো আঙ্গুলটা তো সত্যিই ভাল হয়ে গেছে। এতবড় কবিরাজ তুমি! কি নাম তোমার ? বাড়ী কোথায় ?

শাহজাদা বললো—আমার বাড়ী নেই। পথই আমার বাড়ী। আমার নাম ইউসুফ আলী। আপনি কে ?

মেয়েটি বললো—আমার নাম রাজকুমারী তাজিয়া বানু। আমার আব্বা মহারাজ তাজ খাঁ এ রাজ্যের রাজা। এ পাহাড় আর-এ জায়গা জমি সব আমাদের।

শাহজাদা বললো—আচ্ছা! তা আপনি এখানে এই অবেলায় ?

তাজিয়া বানু বললো—হাওয়া খেতে এসেছিলাম। মাঝে মাঝেই এদিকে আমি হাওয়া খেতে আসি। পাহাড়ে উঠতে গিয়ে ঘোড়াটা পড়ে গেল আর জখম হলেম আমি। তা যাক সে কথা। তোমার মতো এতবড় একজন কবিরাজ এ তেপান্তরে পড়ে আছে মানে ? আমাদের রাজধানীর দিকে গেলে তো অনেক পয়সা উপায় করতে পারো ?

শাহজাদা বললো—জি না, পয়সার জন্য আমি কবিরাজী করি না। আমার পয়সার দরকার নেই।

রাজকুমারী তাজিয়া বললো—দরকার নেই কি বলছো ? তোমার ভাল ঘর নেই। ভাল কাপড় নেই। এত সুন্দর চেহারা তোমার। তবু পাগলের মতো ধূলোর মধ্যে পড়ে আছো এতে তুমি কি সুখ পাও ?

শাহজাদা ইউসুফ আলী বললো—এই আমার পরম সুখ।

রাজ কুমারী বললো—পাগল ! এই বলেই রাজকুমারী ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

কিন্তু ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে কি হবে ? কবিরাজ ইউসুফ আলীর ঐ সুন্দর চেহারাটা রাজ কুমারীকে বার বার টানতে লাগলো। তাই রাজ কুমারী এখন প্রতিদিনই বিকেলে এই দিকে হাওয়া খেতে আসে আর গল্প করে ইউসুফ আলীর সাথে। ইউসুফ আলীকে রাজধানীতে গিয়ে থাকার কথা মাঝে মাঝেই বলে। কিন্তু রাজী হয় না ইউসুফ আলী।

একদিন রাজ কুমারী আর ইউসুফ আলী বসে বসে গল্প করছে।

এমন সময় বস্তির কিছু লোক একটা লাশ এনে ইউসুফ আলীর সামনে রেখে বললো—বাঁচানো গেল না হুজুর। একে সাপে কেটেছিল। আপনার কাছে আনতে গিয়ে সামনে বাধলো নদী পার হতে বিস্তর সময় লাগলো আর তাই পথেই মারা গেল এ। মরার আগে একে আপনার কাছে হাজির করতে পারলাম না।

www.pathagar.com

লোকগুলো চোখের পানি মুছতে লাগলো। রাজ কুমারী তাজিয়া লাশের দিকে চেয়ে বললো —সত্যিই তো মারা গেছে। আহা বেচারী!

ইউসুফ আলী লাশের কাছে এসে বললো—দেখি দেখি—লাশটা নেড়ে দেখেই সে ছুটে গিয়ে তার ঘর থেকে বড়ো আর শুকনো একটা পাতা নিয়ে এলো আর সাপেকাটা জায়গায় জড়িয়ে দিলো পাতাটা। এরপরেই সবাই অবাক হয়ে দেখলো, পাতাটা ভিজে উঠছে ক্রমেই আর নীল হয়ে যাচ্ছে। একটু পরে খসে পড়লো পাতাটা আর লাশটা নড়ে চড়ে উঠলো।

তা দেখে লোকদের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। রাজ কুমারী ভীষণ তাজ্জব হয়ে বললো—কি সাংঘাতিক ! তুমি মরা মানুষও বাঁচাতে পারো ?

ইউসুফ আলী হেসে বললো—একমাত্র আল্লাহ ছাড়া মরা মানুষ বাঁচানোর সাধ্য এ দুনিয়ায় কারো নেই। আসলে তো এ লোকটা মরেনি। সাপের বিষ এর রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল আর তাই লাশ মনে হচ্ছিল। ঐ দেখুন পাতাটা নীল হয়ে গেছে। মানে, সব বিষ বের করে নিয়েছে। তাই তো লোকটা বেঁচে উঠলো আবার।

রাজকুমারীর মুখে আর কথা নেই। সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো ইউসুফ আলীর মুখের দিকে।

এসব কথা কি চাপা থাকে ? দিনে দিনে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো ইউসুফ আলীর সুনাম। কথাটা ঐ রাজ্যের রাজার কানেও গিয়েছিল। রাজকুমারীই কথাটা তার বাপের কানে দিয়েছিল। বাঁকা আঙুল সোজা হওয়া, মরা মানুষ বাঁচিয়ে তোলা ছাড়াও ইউসুফ আলীর আরো অনেক আজব চিকিৎসার কথা রাজ কুমারী তার বাপকে বলেছিল। রাজা তাজ খাঁ কিছুটা বিশ্বাস করেছিলেন আর কিছুটা করেননি।

এবার তাঁকে পুরোটাই বিশ্বাস করতে হলো। রাজার সেনাপতি কিসলু খাঁ ছিল একজন লোভী আর বদ মানুষ। রাজার এক কন্যা আর এক পুত্র। ছেলের বয়স অল্প। রূপসী রাজকন্যা তাজিয়া বানুকে বিয়ে করে রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব পাওয়ার চিন্তা-ভাবনা কিসলু খাঁর অনেক দিনের চিন্তা ভাবনা। রাজপুত্র খোঁড়া-অচল হলে, সিংহাসনটাও পেতে পারে সে—এই ছিল কিসলু খাঁর মতলব। তাই একদিন যুদ্ধ শেখানোর নামে সেনাপতি কিসলু খাঁর বাচ্চা রাজ পুত্রের এক ঠ্যাং-এ তলোয়ারের এমন কোপ মারলো যে, ঠ্যাংটা প্রায় খসে গেল। সামান্য একটু চামড়া লেগে রইলো মাত্র।

রাজা হায় হায় করে উঠলেন। রাজবাড়ী ডাক্তার-কবিরাজ সবাই এসে বললেন— চামড়াটুকু কেটে ঠ্যাংটা ফেলে না দিলে, রাজপুত্রকে আর বাঁচানো যাবে না।

রাজ কুমারী তাজিয়া বাধা দিয়ে বললো—না, কেটে ফেলতে হবে না। আপনারা একটু দাঁড়ান—

www.pathagar.com

—বলেই রাজকুমারী ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে ইউসুফকে নিয়ে এলো। ঘটনা শুনে ইউসুফ একটা লম্বা লতা সাথে করেই এনেছিল। এসেই সে রাজপুত্রের কাটা যাওয়া ঠ্যাংটা আসল ঠ্যাংএ লাগিয়ে ঐ লতা জড়িয়ে বেঁধেদিলো সুন্দর করে। মানে ব্যানডেজ করে দিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই এসব দেখতে লাগলেন। একটু পরেই তাঁরা দেখলেন, অজ্ঞান রাজপুত্রের ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এলো। আরো কিছুক্ষণ পরে ইউসুফ আলী খুলে ফেললো লতার বাঁধন।

সবাই এবার অবাক! সবাই এবার তাজ্জব! সবাই দেখলেন ঠ্যাংটাতো জোড়ালেগে গেছেই। সেই সাথে কাটার কোনো চিহ্নই নেই ঠ্যাংগে। আগে যেমন ছিল ঠিক সেই রকম হয়ে গেছে। রাজপুত্রও একটুপরে উঠে বসলো হাসিমুখে।

রাজাকে আর আটকায় কে ? তিনি ছুটে এসে কবিরাজ ইউসুফ আলীকে জড়িয়ে ধরলেন আনন্দে। ইউসুফ আলীকে রাজ বাড়ীতেই রাখতে চাইলেন তিনি। কিন্তু গরীবদের ফেলে ইউসুফ আলী রাজার বাড়ীতে থাকতে কিছুতেই রাজী হলো না। অগত্যা রাজা তাকে ঐ গরীবদের বস্তির পাশেই চমৎকার একটা বাড়ী বানিয়ে দিলেন। সুন্দর কিছু কাপড় চোপড়ও ইউসুফ আলীকে দিলেন। ঐ সুন্দর কাপড় পরে শাহজাদা ইউসুফকে এবার শাহজাদার মতোই সুন্দর দেখাতে লাগলো। তা দেখে আরো মুগ্ধ হলো রাজ কুমারী। ইউসুফ আলীকেই সে বিয়ে করবে বলে মনে মনে স্থির করে ফেললো।

শাহজাদা ইউসুফ এখন গরীবদেরও চিকিৎসা করে আর রাজার অনুরোধে রাজধানীর লোকদেরও চিকিৎসা করে। সে কি আজব চিকিৎসা ! যাকেই চিকিৎসা করে সেই বেঁচে উঠে।

www.pathagar.com

শুধুই কি তাই ? কোন্ রুগী বাঁচবে আর কোন্ রুগী বাঁচবে না, রুগীকে দেখেই সে তা আগেই বলে দিতে পারে। যদি সে বলে, এ রুগী আর বাঁচবে না, তাহলে আর দুনিয়ার কোনো ডাক্তার-কবিরাজই তাকে বাঁচাতে পারে না। এসব দেখে রাজা তাজ খাঁ আর রাজ্যের সকল লোক দিনরাত ইউসুফ আলীর সুনাম গাইতে লাগলেন।

কিন্তু মনে মনে জ্বলতে লাগলো সেনাপতি কিসলু খাঁ। রাজ কুমারী যে ইউসুফকেই বিয়ে করতে ইচ্ছুক, কিসলু খাঁ তা টের পেয়েছিল। রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব পাওয়ার আশা তার পূরণ হয় না দেখে, সে এবার ইউসুফ আলীকে গোপনে হত্যা করতে গেল। কিন্তু কিসলু খাঁ তো জানে না ইউসুফ আলী একজন কতবড় বীর। হত্যা করতে গিয়ে ইউসুফ আলী আর বস্তির লোকদের হাতে এমন পিটন খেলো যে, এক মাস আর বিছানা থেকে উঠতেই পারলো না।

ইউসুফ আলীকে আর অন্য কিভাবে হত্যা করা যায়।

সেনাপতি এখন এ কথাই ভাবতে লাগলো। সুযোগও একটা এসে গেল হঠাৎ করেই। এবার অসুখে পড়লেন রাজা তাজ খাঁ নিজেই। পেটে তাঁর টিউমার দেখা দিলো। ক্রিকেটের বলের মতো গোল একটা জিনিস পয়দা হলো রাজার পেটে। প্রথম প্রথম রাজা গায়েই মাখেননি এটা। এখন এটা ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। আরো বেশী বড় হয়ে টিউমারটা পেকে গেছে আর ফেটে যাওয়ার অবস্থায় এসেছে। রাজা আর বাঁচেন না। ব্যথায় চীৎকার জুড়ে দিয়েছেন।

বেখেয়ালের মরণ পায়ে পায়ে। এতদিনে খেয়াল হলো রাজার আর এতদিনে লোক গেল ইউসুফ আলীকে আনতে। ইউসুফ এসে রাজার পেটে হাত দিয়েই চুপ হয়ে গেল। করুণ হলো তার চোখ মুখ। চোখের পাতায় পানি জমতে লাগলো। মুখে কোনো কথা নেই।

তা দেখে বাড়ীর সবাই ভয়ে ভয়ে বললো—কি খবর ? আপনি কথা বলছেন না কেন ?

ইউসুফ আলী করুণ কণ্ঠে বললো—মহারাজ আর বাঁচবেন না। আজ রাতেই মারা যাবেন।

শুনে চমকে উঠার সাথে সাথে হু হু করে কেঁদে উঠলো সবাই। রাজকুমারী কাঁদতে কাঁদতে বললো—মারা যাবেন ? তুমিও বাঁচাতে পারবে না ?

ইউসুফ আলী বললো—না। এ রোগের ওষুধ এ দুনিয়ায় নেই। একটা দিন আগে হলেও আমি চেষ্টা করে দেখতে পারতাম। কিন্তু এখন ফেটে যাবে টিউমারটা। এখন যে ওষুধ প্রয়োজন, সে ওষুধ কোথাও নেই। আজ রাতেই মারা যাবেন মহারাজ।

রাজ কুমারী বললো—আজ রাতেই ?

ইউসুফ বললো—হ্যাঁ, আজ রাতেই। শুধু মারাই যাবেন না, টিউমারটা ফেটে যাওয়ার সাথে সাথে এমন ব্যথা হবে যে, বুকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষের কলিজা টেনে ছিঁড়ে ফেললে যে কষ্ট হয়, তার চেয়ে পাঁচগুণে বেশী কষ্ট পেয়ে তিনি মারা যাবেন।

আবার চমকে উঠলো সবাই। রাজাও একথা শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। বাড়ীর সবাই কান্না জুড়ে দিলো। রাজা ভাবতে লাগলেন, বাড়ীতে থেকে ঐভাবে মরলে, ছেলে মেয়েরা ভয়

www.pathagar.com

আর দুঃখ পাবে খুব। তার চেয়ে বনে গিয়ে মরলে কেউ কিছু বুঝতেই পারবে না। এ ছাড়া, টিউমারটা ফাটার আগেই কোনো বিষফল খেতে পারলে অল্প কষ্টেই মরতে পারবেন তিনি।

যে ভাবনা, সেই কাজ। রাতের বেলা রাজা চুপি চুপি বেরিয়ে এলেন বাড়ী থেকে। এরপর এক গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ভীষণ অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। এ অন্ধকারেই বিষফল খুঁজতে লাগলেন রাজা।

এ সময় আর এক কাণ্ড। হঠাৎ বনের মধ্যে আলো জ্বলে উঠলো। দিন বরাবর আলো। এত আলো কোথা থেকে এলো তা খুঁজতেই দেখলেন, ভয়ংকর এক কালসাপ চলে এলো তাঁর

কাছাকাছি। সাপের মাথায় মস্তবড় মণি। ঐ মণিটার আলোতেই আলো হয়েছে বনের মধ্যে। আরো দেখলেন, একটা মরা মানুষের মাথার খুলি আছে একটু দূরে। বৃষ্টির পানি জমে ছিল খুলিতে। অনেক দিনের পানি। পানির মধ্যে কিলবিল করছে অনেক পোকা। সাপটা সরাসরি ঐ খুলির কাছে গেল আর খুলির পানি খেতে লাগলো। পানি খাওয়ার সময় একটা পোকা কামড় দিলো সাপের জিবে। রাগে সাপটা মাথা ঝাড়তে লাগলো আর সাপের মুখ থেকে কিছু বিষ ঐ পানিতে ঝরে পড়লো। সেই সাথে সাপের মাথার মণিটাও ঐ পানিতে ঠেকে একটু ভিজে গেল।

পানি খেয়ে চলে গেল সাপ। রাজা দেখলেন, তখনও কিছু পানি আছে ঐ মরা মানুষের খুলিতে। দেখেই রাজা ভাবলেন, আর বিষফল কি দরকার ? ঐ বিষমাখানো পানি খেলেই তিনি মরে যাবেন টিউমারটা ফাটার আগেই। তাই সাপটা সরে যেতেই রাজা দৌড়ে গিয়ে পোকা সমেত ঐ পানি ঢক ঢক করে সবটুকু খেয়ে ফেললেন। ভাবলেন, এবার তাঁর মৃত্যু ঠেকায় কে ?

www.pathagar.com

কিন্তু অনেক সময় চলে গেল তবু রাজা মরলেন না। এর উপর আরো তাজ্জব হয়ে দেখলেন, তার পেটের ব্যথা কমে গেছে অনেক খানি। আরো কিছুক্ষণ যেতেই পেটের ব্যথা আরো কমে গেল। এরপর আর কোনো ব্যথায় নেই। একেবারেই সুস্থ হয়ে গেলেন তিনি। পেটটা টিপে টেপে দেখলেন, টিউমারের কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছেনা আর। রোগ তাঁর পুরোপুরি সেরে গেছে। ঘটনাকি, ভাবতে ভাবতে রাতটা শেষ হয়ে এলো। মহানন্দে মহারাজ ফিরে এলেন বাড়ীতে।

সকালে সবাই অবাক হয়ে দেখলো, মারা যাননি রাজা। বরং রোগ তাঁর পুরোপুরি ভাল হয়ে গেছে। তিনি হাসি মুখে হেঁটে বেড়াচ্ছেন আঙ্গিনায়।

সবাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, এ কি করে সম্ভব ? কবিরাজ ইউসুফ আলী বলেছে, আজ রাতেই মারা যাবেন রাজা। কিন্তু একি! মারা তো যাননি।

সত্যিই রাজা আর মরলেন না। এতে করে ইউসুফ আলীর কবিরাজী নিয়ে সন্দেহ হলো অনেকের। সেনাপতি কিসলু খাঁ সুযোগ পেলো এবার। সে গর্জে উঠে বললো—তবে রে! এই কে আছিস ? আমার গোটা বাহিনী নিয়ে এখনই যাও। বন্দি করে নিয়ে এসো ঐ ব্যাটা ভূয়া কবিরাজকে। ব্যাটা ভণ্ড! মহারাজকে মিথ্যা ভয় দেখায়, এত তার সাহস ? মহারাজের সাথে বেঈমানী। ব্যাটাকে বেঁধে এনে কারাগারে নিঃক্ষেপ করো । যাও

মহারাজ কিছু বলার আগেই কিস্লু খাঁর সৈন্যরা ছুটে গেল ইউসুফ আলীর কাছে। মহারাজের হুকুম—একথা শুনিয়ে ইউসুফ আলীকে নিয়ে এসে কারাগারে তুললো। ইউসুফ আলীকে কিছু বলার সুযোগই দিলো না। এবার সেনাপতি ঢোলপিটে চারদিকে জানিয়ে দিলো—সাতদিন পরেই এ ভণ্ড কবিরাজকে হত্যা করা হবে। মিথ্যা কথা বলার উচিত শাস্তি দেয়া হবে।

একথা শুনে কেঁদে উঠলো রাজকুমারী। ইউসুফকে বাঁচানোর জন্যে বাপকে অনেক অনেক অনুরোধ করলো সে। কিন্তু রাজা তার কথা শুনলেন না। রাজাও রেগে ছিলেন। তিনি রাগ করে বললেন— আমাকে মিথ্যা ভয় দেখিয়েছে ব্যাটা! ওর যা হয়, তাই হোক।

রাজা কিছুই করলেন না। কিন্তু বস্তির ঐ গরীব লোকেরা চুপ করে থাকলো না। বিদেশী এক লোকের কাছে তারা ইতিমধ্যেই জেনে গেছে ইউসুফ আলী মস্তবড় এক সুলতানের ছেলে এই। রাজ্যের চেয়ে ইউসুফ আলীদের আলীনগর রাজ্য দশগুণ বড়। এ খবর তারা রাজ কুমারীকে জানালো আর বস্তির সমস্ত লোক লাঠি-শোটা হাতে তৈয়ার হয়ে রইলো। কবিরাজকে সত্যি সত্যিই হত্যা করতে লাগলে, তারা প্রাণপণে চেষ্টা করবে কবিরাজকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য।

ইউসুফ আলী একজন বড় রাজ্যের শাহজাদা—একথা শুনেই রাজকুমারী তখনই একজন বিশ্বাসী সৈন্যকে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে বললো আলী নগরে সংবাদ পৌঁছে দিতে।

ঘোড়া ছুটিয়ে আলী নগরে হাজির হলো সৈন্যটা।

শাহজাদা ইউসুফ তাজ খাঁর কারাগারে বন্দি আর তাকে হত্যা করা হবে—এ খবর পাওয়া মাত্র গর্জে উঠলেন আলী নগরের সেই প্রধান উজির। বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে তিনি মার মার রবে ছুটে আসতে লাগলেন তাজ খাঁর রাজ্যের দিকে।

www.pathagar.com

সাতদিন পার হয়ে গেল। হত্যা করার জন্যে সেনাপতি কিসলু খাঁ ইউসুফ আলীকে কারাগার থেকে বের করে আনলো। রাজাও এসে হাজির হলেন সেখানেই। বস্তিবাসীরা একটু দূরে ওঁৎ পেতে রইলো।

তার অপরাধ কি, ইউসুফ তা জানতে চাইলে রাজা বললেন—তুমি জানো না, তা বলে আমাকে ভয় দেখিয়েছো কেন ? কৈ, আমিতো মরিনি ?

ইউসুফ আলী এবার মৃদু হেসে বললো—ঠিক ঠিক ওষুধ খেলে মরবেন কেন মহারাজ ?

রাজা বললেন—ঠিক ঠিক ওষুধ মানে ? তুমি যে বললে, আমার রোগের ওষুধ এ দুনিয়ায় নেই ?

ইউসুফ আলী বললো—আছে—একথা বলিই বা কেমন করে মহারাজ ? অমাবস্যার রাতে চাড়াল মরবে। তার মাথার খুলি পড়ে থাকবে। অমবস্যার রাতে বৃষ্টি হবে। সেই বৃষ্টির পানি চাঁড়ালের মাথার ঐ খুলিতে জমে থাকবে। সেই পানিতে পোকা পয়দা হবে। মাথায় মণিওয়ালা একটা কালসাপ এসে সেই পানি খাবে। সাপের মুখের বিষ সেই পানিতে পড়বে। সাপের মাথার মণি সেই পানিতে ঠেকবে। সাপ চলে যাওয়ার দু তিন মিনিটের মধ্যে সেই পানি খেতে হবে। দেরী হলে চলবে না। এই হলো আপনার ওষুধ। আপনার কপাল ভাল, তাই ঠিক ওষুধ ঠিক সময়ে খেয়েছেন।

রাজার চোখ দুটো কপালে উঠে গেল। তাজ্জবের উপর মহাতাজ্জব হলেন তিনি। চীৎকার করে বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিকই তো-ঠিকইতো। আমি ঐ পানিই খেয়েছি। ঠিক ঐ পানিই।

ইউসুফ আলী বললো—ঐটাই আপনার ওষুধ। বলুন ঐ ওষুধ চাইলেই কি পাওয়া যায় ? এ ছাড়া খেতেও হবে সাপে খাওয়ার দুতিন মিনিটের মধ্যেই।

রাজার আনন্দের সীমা অবধি রইলো না। তিনি উল্লাস ভরে বললেন—মারহাবা—মারহাবা ! এতবড় কবিরাজ তুমি !

রাজ কুমারী তাজিয়া বানু পাশেই ছিল। এবার সে বললো—তবু তো বিনা বিচারেই হত্যা করতে চান তাকে।

রাজা তাজ খাঁ তাড়াতাড়ি বললেন—আমি নই, আমি নই। ঐ সেনাপতিই তাকে হত্যা করতে চায়।

রাজ কুমারী বললো—সেনাপতি তো তা চাইবেই। সে যে আপনার সিংহাসনে বসতে চায় আমাকে বিয়ে করতে চায়। সেই জন্যে সে আমার ভাইয়ের পা কেটেছিল। এ কবিরাজকে হত্যা করতে গিয়েছিল। আমার দিকেও কয়েকবার হাত বাড়িয়েছিল ঐ সেনাপতি। এ কবিরাজই তার সব চেষ্টা নষ্ট করে দিচ্ছে। কবিরাজকে হত্যা করতে চাইবেনা কেন সে ?

শুনে তাজ খাঁ বেজায় ক্ষেপে গেলেন। লাফিয়ে উঠে বললেন—কি, এতবড় শয়তান এই সেনাপতি ? এই, কে আছিস ? বন্দি করো এই শয়তান সেনাপতিকে।

দুজন সেপাই তাকে বন্দি করতে গেল। কিন্তু সেনাপতির মাথায় আগুন ধরে গেছে তখন। তার কোনো আশাই পূরণ হলো না দেখে, তলোয়ার খুলে তখনই সে কাটতে এলো রাজাকে।

www.pathagar.com

কিন্তু কাটা কি এতই সহজ ? ইউসুফ আছে ওখানে। ইউসুফ আলী লাফ দিয়ে সেনাপতির ঘাড়ের উপর পড়ে পলকেই বন্দি করে ফেললো তাকে।

জল্লাদ কাছেই ছিল। ইউসুফ আলীকে হত্যা করার জন্যে সেনাপতি তাকে এনেছিল। রাজা তখনই সেই জল্লাদকে হুকুম দিয়ে বললেন—এ সেনাপতিকে বাইরে নিয়ে গিয়ে এর মাথা কেটে ফেলো। এক্ষুণি। আমার মাথায় তলোয়ার তুলেছে শয়তান। এই মহাশত্রুকে আমি আর এক মুহূর্ত জীবিত দেখতে চাইনে। যাও—

হুকুম পেয়েই জল্লাদ সেনাপতিকে বাইরে নিয়ে গিয়ে কেটে ফেললো তার মাথা।

ঠিক এ মুহূর্তে সৈন্য বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে হাজির হলেন আলী নগরের প্রধান উজির সাহেব। ইউসুফ আলী জীবিত আছে দেখে উজির সাহেব দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন ইউসুফকে।

রাজা তাজ খাঁ আবার তাজ্জব। ঘটনা কি জানতে চাইলে, রাজ কুমারী তাজিয়া বানু জানিয়ে দিলো সব কথা। বললো—ইউসুফ আলী শুধু একজন কবিরাজই নয়, সে একজন মস্তবড় শাহজাদা আর ইনি সেই রাজ্যর উজির।

শুনে চমকে উঠলেন রাজা তাজ খাঁ। তখনই তিনি ছুটে গিয়ে উজির সাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। সবকিছু শুনে আর বুঝে উজির সাহেব তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন আর সেই সাথে শাহজাদার কবিরাজ হওয়ার কাহিনী, এক এক করে রাজাকে শুনালেন। এসব কথা শুনে রাজা তাজ খাঁ যেমন তাজ্জব হলেন, তেমনি আনন্দিতও হলেন। এরপর তিনি উজির সাহেবের অনুমতি নিয়ে তার কন্যা তাজিয়া বানুর সাথে শাহজাদা ইউসুফ আলীর তখনই বিয়ের আয়োজন করলেন। মহা ধুমধামে হয়ে গেল দুজনের বিয়ে।

এ বিয়ের অনুষ্ঠানে উপকারী বস্তিবাসীদের সবাইকে দাওয়াত করলেন রাজা তাজ খাঁ। তাদের পেট ভরে রাজখানা খাওয়ালেন। সেই সাথে তাদের সবাইকে অনেক ধনরত্ন দিলেন আর জীবনে তাদের কোনো খাজনা দিতে হবে না বলে ঘোষণা দিলেন। তাল পাতার বস্তিবাসীদের দুঃখ দূর হলো এতদিনে। তারা প্রাণ ঢেলে দোআ করতে লাগলো। এদিকে শাহজাদা ইউসুফের সাথে বিয়ে হওয়ায় যারপরনেই খুশী হলো রাজ কুমারী তাজিয়া। খুশী হলো শাহজাদা ইউসুফ, খুশী হলো সে রাজ্যের ধনী-গরীব সকল মানুষ। রাজ্যময় আনন্দের তুফান ছুটতে লাগলো।

www.pathagar.com

বদন আলীর বোকামী

বদন আলীকে সবাই বলে বদনা। বলবেই তো। বদন আলী যে খুবই বোকা। বোকাই শুধু নয়, বোকার একদম হদ্দো। জ্ঞান বুদ্ধি তো নেই-ই, এর উপর আবার হুঁশেও খুবই কম। কোনো কথাই বেশীক্ষণ মনে রাখতে পারে না। নিজের জ্ঞান বুদ্ধি না থাকায় যে যা বলে, তাই সে বিশ্বাস করে। কেউ যদি দিনকে বলে রাত, বদন আলীও তাই মনে করে। ভাবে, এটা রাত। রাতকে দিন বললেও বদন আলী ভাবে, এটা দিন। দিন না রাত, চোখ মেলে সেটা দেখার হুঁশও নেই তার। একদিকে যেতে আর একদিকে যায়। এক কাজ করতে গিয়ে আর এক কাজ করে। এজন্যে সে গাল খায় প্রতিদিন। মারও খায় অনেকের হাতে। বউটাও মাঝে মাঝেই ঝাটা পেটা করে তাকে। করবেই না বা কেন ? বদন আলীর তো নিজের কোনো ঘরবাড়ী নেই। ঘরজামাই মানুষ। বউয়ের বাড়ীতে থাকে আর বউয়ের ভাত খায়। নিজের কোনো কামাই করার মুরোদ নেই। সেই মানুষ এত বেহুঁশ হলে বউ কি আর ছাড়ে ? এছাড়া বউটাও একটা খাঁড়া ডাকিনী মেয়ে। যেমনই মোটা সোটা, তেমনই তেজ। বদন আলীর মতো লিকলিকে আর হাবাগোবা নয়।

এরপরেও বদন আলী ভাবে, সে একটা মরদের বেটা মরদ। নিজেই শুধু ভাবে না, সবাইকে তা বলেও বেড়ায়। অমনি অমনি নয় কিন্তু। এর পেছনে ঘটনা আছে একটা—হাসির ঘটনা।

www.pathagar.com

এক রাতে এক চোর তার ঘরে চুরি করতে আসে। অন্ধকারে বদন আলী জাপটে ধরে চোরকে। চোরটা ছিল বদন আলীর চেয়েও কুঁড়ে আর দুর্বল। তাই বদন আলীর হাত থেকে ফস্‌কে যেতে না পেরে, চোরটা চালাকী করে বলে—

মরদের বেটা মরদ
চোর ধরেছো ঘরোত
ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরে
তাকেই বলে মরদ।

সেই কথাই বিশ্বাস করে বদন আলী। ব্যস, সংগে সংগে চোরটাকে সে ছেড়ে দেয় আর তেড়ে যায় তাকে ধরার জন্যে। আর কি ধরতে পারে ? অন্ধকারে হারিয়ে যায় চোরটা। তা যায় যাকগে। বদন আলী বদনার আনন্দ তখন দেখে কে ? কারণ চোর তাকে বলেছে—ছেড়ে দিয়ে যে তেড়ে ধরে সে-ই হলো মরদ। বদন আলী চোরকে ছেড়েও দিয়েছে, তেড়েও গিয়েছে। অন্ধকার না হলে ধরেও ফেলতো। কাজেই, মরদ হতে তার আর বাঁকী রইলো কি ? সেই থেকে বদন আলী ভাবে, সে একটা মরদের বেটা মরদ।

বোকা আর বলে কাকে ?

বদন আলীর এ ধরনের বোকামীর ঘটনা আরো অনেক আছে। কিছুই সে মনে রাখতে না পারার জন্যে আর যে যা বলে সেই কথা শোনার জন্যে, সে মার খেয়েছে অনেক। তবু লাজ হয়নি তার। হুঁশবুদ্ধি হয়নি।

এক হাটের দিন বদন আলীর বউ বদন আলীকে বললো—অনেক দিন হলো বকের গোশ্‌ত খাইনি। তিলে খাজা খাওয়ারও খুব ইচ্ছে হচ্ছে। হাটে যাও। হাটে গিয়ে একটা বকপাখী আর পোয়া খানেক তিলে খাজা নিয়ে এসো। ভুল হয় না যেন। ভুল হলে কিন্তু তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন।

বদন আলী মরদের মতো বললো—আরে দূর-দূর। আমি কি বোকা যে, এ সামান্য কথাটা ভুল হবে আমার ? আমি কি মরদ নই ?

বউ বললো—ঠিক তো ? মরদের পরিচয় দিতে পারবে তো ? বদন আলী তেজের সাথে বললো—ঠিক-ঠিক, একদম ঠিক। যাবো আর নিয়ে আসবো।

ঃ কি নিয়ে আসবে ?

ঃ ঐ যে তুমি যা বললে ?

ঃ আমি কি বললাম ?

বদন আলী থতমত করে বললো—আ, তাইতো ! তুমি কি বললে যেন ? কি আনতে বললে ?

www.pathagar.com

তেড়ে এলো বউটা। বললো—ওরে ঘাটের মড়া। এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?

তাড়াতাড়ি পেছনে সরে বদন আলী বললো—না—না, ভুলিনি। তুমি আর একবার বলো, আর ভুলবো না।

বউটা চীৎকার করে বললো—একটা বক পাখী আর পোয়াটেক তিলে খাজা। বুঝেছোরে মুখ পোড়া? বক পাখী আর তিলে খাজা।

বদন আলী লাফিয়ে উঠে বললো—হ্যাঁ—হ্যাঁ, বকপাখী আর তিলে খাজা। আর কি এটা ভুলি ? সে মরদের বেটাই নই আমি। জান গেলেও ভুলবো না।

বউ বললো—কি জান গেলেও ভুলবে না ?

বদন আলী বললো—ঐ যে বকপাখী আর তিলে খাজা।

বউ বললো—ঠিক আছে। এই থলে নাও আর সকাল সকাল রওনা হও।

থলে হাতে নাচতে নাচতে রওনা হলো বদন আলী বদনা। পথ চলতে লাগলো আর নামতা পড়ার মতো শব্দ করে বলতে লাগলো। "বকপাখী আর তিলে খাজা—বকপাখী আর তিলে খাজা" ভুলে যেতে পারে ভেবে একথা সে বলতেই লাগলো একটানা। হাটটা বেশী দূরে নয়। কিন্তু বদন আলী হাটের পথ ভুল করে মাঠের মধ্যে চলে এলো। ভুল তো তার হবেই। ভুল করাই তার অভ্যাস। তার উপর মনে রাখার জন্যে সে অবিরাম বলছে—"বক পাখী আর তিলে খাজা।" আর কি সে অন্য কিছু খেয়াল রাখতে পারে ?

কিন্তু বদন আলীর কি সাধ্য যে বেশীক্ষণ ঠিকভাবে মনে রাখে কথাটা! কিছুক্ষণের মধ্যে সে কথাটা উল্টোপাল্টা করে ফেললো। "বক পাখী তিলে খাজা–বক পাখী তিলে খাজা" বলতে বলতে সে "বস পাখী গিলে খা–বস পাখী গিলে খা" বলতে শুরু করলো। "বস পাখী গিলে খা" বলতে লাগলো আর মাঠের মধ্যে ঘুরতে লাগলো।

মাঠে একজন কৃষক ধানের বিছন বুনেছে ভূঁইয়ে। বিছন বুনে সরতে না সরতেই ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী এসে সেই ভূঁইয়ে পড়ছে আর সব বিছন খুঁটে খুঁটে খাওয়া শুরু করেছে। বার বার তাড়া করেও কৃষকটা পাখীগুলোকে কিছুতেই ভূঁই থেকে সরাতে পারছে না। লম্বা আর বড়ো সড়ো ভূঁই। ভূঁইয়ের একদিকে তাড়া করলে পাখীগুলো উড়ে গিয়ে ওদিকে বসছে। ও দিকে তাড়া করলে এদিকে আসছে। তাড়া করে করে কৃষকটা বিরক্ত হয়ে গেছে। এ সময় বদন আলী বদনা তার সামনে এসে বার বার বলতে লাগলো—"বস পাখী গিলে খা–বস পাখী গিলে খা"।

রাগ হয় না কার ? কৃষকটা ভয়ানক রেগে গিয়ে বললো—এই ব্যাটা, তোর বাপের ধান যে গিলে খেতে বলছিস ?

বদন আলীর কি খেয়াল আছে কোনো দিকে ? সে বলতেই লাগলো—"বস পাখী গিলে খা—বস পাখী গিলে খা।" আর সহ্য হয় ! "তবেরে শালা বলে কৃষকটা বদন আলীকে ধরে মার শুরু করলো। মারতে মারতে শুইয়ে দিলো মাটিতে। মারের চোটে বদন আলী ভুলে গেল

www.pathagar.com

তার মুখস্ত করা কথাটা। কৃষকটা মেরে যখন বদন আলীকে ছেড়ে দিলো, বদন আলী তখন হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বললো—আমার কথা ? আমার কথাটা গেল কোথায় ? কি বলবো আমি এখন ?

কৃষকটা ফের রেগে গিয়ে বললো—কি বলবি এখন ? এখন বলবি—"ভূরুৎ যাঃ–ভূরুৎ যাঃ, যারে পাখী ভূরুৎ যাঃ"

তাই সই। বদন আলী ভাবলো—এইটেই তার কথা। আবার সে পথ চলতে লাগলো আর জোরে জোরে বলতে লাগলো।—"ভূরৎ যাঃ-ভূরুৎ যাঃ যারে পাখী ভূরুৎ যাঃ! "

এবার তার সামনে পড়লো এক বেদে। পাখী ধরা ফাঁদ পেতে বসে আছে বেদেটা। কয়েকটি পাখীও ফাঁদের কাছে এসে গেছে। ফাঁদে পড়ে পড়ে আর কি। এ সময় ফাঁদের কাছে এসে বদন আলী বদনা শব্দ করে বলতে লাগলো—"ভূরুৎ যাঃ–ভূরুৎ যা, যারে পাখি ভূরুৎ যাঃ।"

আর পাখী থাকে ? শব্দ শুনেই পাখী কয়টা ফুরুৎ-ফুরুৎ করে উড়ে গেল তখনই। বেদের সব আশা মাটি হয়ে গেল। আর যায় কোথায় ? বদন আলীকে ধরে আচ্ছা মতো মার দিলো বেদেটা। মার খাওয়ার পর বদন আলী ফের কাঁদতে কাঁদতে বললো—আমার কথাটা যে ভুলে গেলাম ? আমার কথাটা কি, বলে দাও।

www.pathagar.com

বেদেটা বললো—বল শালা "ফিরে এসে ফাঁদে পড়—ফিরে এসে ফাঁদে পড়"—একথা বল এখন।

এতেই বদনা খুশী। ঐ কথাই বলতে বলতে বদন আলী বদনা ফের পথ চলতে লাগলো। যে পথে বদন আলী যাচ্ছে সেই পথেই এগিয়ে আসছে একটা লোক। এই মাত্র জেল খেটে ফিরে আসছে লোকটা। শত্রুতার ফাঁদে পড়ে। বিনা দোষে জেল খাটতে হয়েছে তাকে। লোকটা তার কাছাকাছি হলো। বদন আলী বার বার বলতে লাগলো—"ফিরে এসে ফাঁদে পড়-ফিরে এসে ফাঁদে পড়"।

সংগে সংগে লোকটার মাথায় রক্ত উঠে গেল। গর্জে উঠে বললো—তবেরে ! আবার আমাকে ফাঁদে পড়তে বলছিস ? দাঁড়া, ফাঁদটা তোকেই আগে দেখাই।

—বলেই বদন আলীকে বেধড়ক মারতে লাগলো লোকটা। এলোপাতাড়ি কিলিয়ে বদন আলীকে যখন ছেড়ে দিলো, বদন আলী ধুঁকতে ধুঁকতে বললো—খামাখা আমাকে মারলে কেন ? আমার কথাটা যে হারিয়ে গেল ?

লোকটা বললো—হারিয়ে যাবে কেন ? এখন তুই হেঁকে হেঁকে বলতে থাক—"তেমন যেন আর হয় না—তেমন যেন আর হয় না।"।

আবার ঐ ধূয়াই ধরলো বদন আলী। পথ চলতে লাগলো আর হেঁকে হেঁকে বলতে লাগলো—"তেমন যেন আর হয় না—তেমন যেন আর হয় না।"

বিকেল বেলা তখন। আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমা হয়েছে। ভরা ক্ষেত সামনে নিয়ে আর একটা কৃষক ঐ মেঘের দিকে চেয়ে আছে। ক্ষেতে তার আউশ ধান। ধানের শিশ বেরোয় বেরোয় অবস্থা। কিন্তু পানির অভাবে ধান গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে। পাতাগুলো কুঁকড়ে গেছে। কৃষকটা মেঘের দিকে চেয়ে কাতর কণ্ঠে বলছে—দে আল্লাহ. একটু পানি দে। একটু পানি পেলেই আবাদটা আমার হয় আল্লাহ! গত বছরের মতোই পুরোপুরি হয়।

এ সময় বদন আলী তার সামনে এসে হাজির হলো আর হেঁকে হেঁকে বলতে লাগলো—"তেমন যেন আর হয় না—তেমন যেন আর হয় না।"

বদন আলীর পিঠে ধপাধপ কীল পড়তে লাগলো আবার। কৃষকটা তাকে ধরে মারতে মারতে বলতে লাগলো—তেমন যেন আর হয়না, মানে কিরে শালা ? বল "এ যেন তোর ডবল হয়"। একথাই বার বার বল।

বদন আলীও আবার ঐ কথাই বলতে লাগলো। কৃষকটা তাকে ছেড়ে দিলে আবার সে সামনের দিকে যেতে লাগলো আর বার বার বলতে লাগলো—"এ যেন তোর ডবল হয়—এ যেন তোর ডবল হয়।"

www.pathagar.com

বদন আলীর কপাল মন্দ, তাই এবার সে একদল লোকের সামনের পড়ে গেল। একজন রুগীকে ধরে নিয়ে লোকগুলো ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে। রুগীর পেটে ভীষণ বেদনা। ব্যথায় রুগীটা কাতরাচ্ছে আর বলছে—"ওরে বাবারে আর বাঁচিনারে ! এ কোন্ সর্বনেশে বেদনা। এ বেদনা আর সহ্য করতে পারছি না।"

বদন আলী তাদের কাছে এলো আর রুগীর দিকে চেয়ে বার বার বলতে লাগলো—"এ যেন তোর ডবল হয়—এ যেন তোর ডবল হয়"।

আর কি ছেড়ে কথা আছে ? এবার একজন নয়, কয়েকজন ধরে তাকে লাঠিপেটা করতে লাগলো। সবাই মিলে তাকে এমন মার দিলো যে, এবার আর বদন আলী উঠে দাঁড়াতে পারলো না। ওখানেই পড়ে রইলো বেহুঁশ হয়ে।

বদন আলীর হুঁশ যখন ফিরলো, তখন রুগী নিয়ে চলে গেছে লোকেরা। বেলাও ডুবে গেছে। চারদিকে আঁধার নেমে এসেছে।

আস্তে আস্তে উঠে বসলো বদন আলী। কিছুক্ষণ বসে থেকে গায়ের বেদনা খানিকটা কমিয়ে নিলো। এখন আর কি করে সে ? হাটটা কোন্ দিকে তা খেয়াল নেই। কি কিনতে হবে, তাও মনে নেই। সে সব কথা আর সব বুলিই ভুলে গেছে। অগত্যা সে বাজারের থলেটা কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলো। বাড়ীর পথটাও সঠিক জানা নেই। নানা দিক ঘুরে ঘুরে বাড়ীতে এসে হাজির হলো অনেক খানি রাতে।

বাড়ীতে এসে বাড়ীর ভেতর যাওয়ার সাহস তার আর হলো না। বউকে সে এমনিতেই ভয় করে। এর উপর, কি কিনতে হবে—সে কথাটা ভুলে যাওয়ার ভয়টা আরো বেশী। তাই বাড়ীর ভেতরে না গিয়ে বাড়ীর বাইরে গোয়াল ঘরে চুপ করে বসে রইলো বদন আলী আর বউ তাকে কি কিনতে বলেছিল, সেই কথাটা মনে করার খুব চেষ্টা করতে লাগলো। কিছুই কেনা হয়নি. সেটা বড় কথা নয়। কি কিনতে বলেছিল, সেই কথা মনে থাকাই বদন আলীর কাছে বড় কথা।

বদন আলী এখনো ফিরে এলো না দেখে বউটা তার একবার বাড়ীর ভেতরে আর একবার বাড়ীর বাইরে যাতায়াত করছিল। বউটা এক সময় গোয়াল ঘরের কাছাকাছি এসে রেগে তেতে বললো—মরার পুত এখনো ফিরলো না ব্যাপারটা কি ! বক পাখী আর তিলে খাজা কিনতে হবে—সে কথাটা ঘাটের মড়া ভুলে গেছে নিশ্চয়ই।

বদন আলী বদনাকে আর পায় কে ? গোয়াল ঘর থেকে একথা শুনেই দৌড়ে বেরিয়ে এলো বদন আলী। বউয়ের সামনে এসে আল্লাদে গড়িয়ে পড়ে বললো—কি যে বলো ! আমি কি এতই বোকা যে, ভুলে যাবো সে কথা ? বক পাখী আর তিলে খাজা কিনতে হবে, সে কথা কি আমার মনে নেই ? হে-হে-হে, কিছুই আমার ভুল হয় না বুঝলে। সব কথা মনে থাকে আমার।

www.pathagar.com

বউটা অবাক ! থলের দিকে চেয়ে বললো—তাহলে থলেটা খালি কেন ? বক পাখী আর তিলে খাজা কোথায় ?

বদন আলী ঝটপট বললো—ওসব হাটে আছে। যে যাবে সে-ই কিনতে পারবে।

এই বলেই বদন আলী ফের বাহাদুরী করে বললো—আমার কি মনে নেই, বকপাখী আর তিলে খাজা কিনতে হবে ? হুঁ-হুঁ বাবা ! একটা কথা একবার শুনলে ভুলে যাবো—সে মরদের বেটাই নই আমি। সবাই কি অমনি অমনি বলে, বদন আলী একটা মরদের বেটা মরদ ?

আর সহ্য করতে না পেরে বউটা দৌড়ে গিয়ে ঝাঁটা হাতে তুলে নিলো। তা দেখেই আঁতকে উঠলো বদন আলী। ফের সে দৌড় দিয়ে গোয়াল ঘরে ঢুকলো আর গরুর মধ্যে লুকালো।

এরপর আর বাড়ীর ভেতর ঢুকতে পারেনি বদন আলী। সে রাতটা তার গরুর সাথেই কাটলো।

যেমন বোকা তেমনই তার সাজা, কি বলো ?

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু শিশু-কিশোর সাহিত্য

- সত্যের সেনানী (২) –এ.কে.এম. নাজির আহমদ
- খাদিজাতুল কোবরা –মায়েল খায়রাবাদী
- হযরত ফাতিমা যোহরা –কাজী আবুল হোসেন
- মানুষের কাহিনী –আবু সলিম মুহাম্মদ আবদুল হাই
- দোয়েল পাখির গান –জাকির আবু জাফর
- ফুলে ফুলে দুলে দুলে – "
- এক রাখালের গল্প – "
- আকাশের ওপারে আকাশ – "
- দুষ্টু ছেলে "
- মর্দে মুজাহিদ যুগে যুগে –বদরে আলম
- চরিত্র মাধুর্য – "
- তিনশ বছর ঘুমিয়ে – "
- হুল – "
- কুচোচিংড়ির কৃতজ্ঞতা – "
- হারানো মুক্তার হার – "
- পড়তে পড়তে অনেক জানা –আবদুল মান্নান তালিব
- মা আমার মা – "
- কে রাজা – "
- মানুষ এলো কোথায় থেকে – "
- এসো নামায শিখি –মুফতী আবদুল মান্নান
- জোসনা মাখা চাঁদ –সাজ্জাদ হোসাইন খান
- তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে –খলিলুর রহমান মুমিন
- আধুনিক রূপকথা –আনোয়ার হোসেন লালন
- ভিন গ্রহের বন্ধু –আসাদ বিন হাফিজ
- কচি কাঁচার ছড়া –হাসান আলীম
- পরীরাজ্যের রাজকন্যা –শফীউদ্দীন সরদার
- ভূতের মেয়ে লীলাবতী – "

www.pathagar.com